ISSN: 2394-7098

অতঃপর...

সমাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

A Peer-Reviewed Multi-disciplinary

Academic Journal

একাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

আগস্ট ২০২৫

অতঃপর...

সমাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

A Peer-Reviewed Multi-disciplinary Academic Journal

ISSN: 2394-7098

একাদশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা | আগস্ট ২০২৫

সম্পাদক

সাইদুর রহমান

আইড়মারী, কে. ডি. পাড়া, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৪৮

এবং

৬/৩৫ চিত্তরঞ্জন কলোনি, দেশবন্ধু রোড, যাদবপুর, কলকাতা- ৭০০০৩২

ATAHPAR...
A Peer-Reviewed Multi-disciplinary Academic Journal
ISSN: 2394-7098
11th Year, 2nd Issue, August 2025
Mobile No.: 8371823813, 9734582238
Email ID: atahparpatrika@gmail.com

লেখাসত্ত্ব ও বানান সংস্কার: ©লেখক
প্রবন্ধে কুম্ভীলকবৃত্তির মতো ঘটনা ঘটলে তার দায় সংশ্লিষ্ট প্রাবন্ধিকের। এজন্য সম্পাদক বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

উপদেষ্টামণ্ডলী
উদয়কুমার চক্রবর্তী, সুচেতনা চট্টোপাধ্যায়, ছন্দম চক্রবর্তী

সম্পাদকমণ্ডলী
আমিনা খাতুন, তন্ময় বীর, আর্জিনা খাতুন, কৃষ্ণকুমার সরকার, বিবেকানন্দ হোড়, হাসনারা খাতুন, মুগ্ধ মজুমদার

সম্পাদক: সাইদুর রহমান
সহ-সম্পাদক: রাকিব

প্রচ্ছদ ও বিন্যাস: সাইয়াকুল সেখ

প্রকাশক: জিনাতারা খাতুন, গ্রাম: আইড়মারী, পোস্ট: কে. ডি. পাড়া, থানা: লালগোলা, জেলা: মুর্শিদাবাদ, পিন: ৭৪২১৪৮, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

মূল্য: ৫২৫/- টাকা

সূচি

পাণিনি আজকের দিনে কেন পড়ব?—একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
সুরশ্রী কুণ্ডু ০৯

নির্বাচিত ইসলামি সাহিত্যে নারীর বারমাস্যা
ড. পাভেল সুলতানা ২১

নারী সুফি: উৎস থেকে মোহনা
গোলাম মইনুদ্দিন ২৭

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার মৌখিকভাষা: সুবর্ণরৈখিক মিশ্রভাষা
রিঙ্কু দাস ৩৯

বাংলার সংস্কৃতিময় গ্রাম: হুগলির 'গুড়াপ'
অরিন্দম গায়েন ৫১

মুর্শিদাবাদের সংগৃহীত লোককথা: আঙ্গিক প্রকরণ
ড. জুনেজার ইসলাম ৬০

বাংলা ভাষার আধুনিক রূপ: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাষার ব্যবহার শুধুই কি পরিবর্তন নাকি বিকৃতি—একটি পর্যালোচনা
প্রীতি ঘোষ ৬৯

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষাশৈলীর ব্যবহার: প্রসঙ্গ টেনিদা সিরিজ
রাকিব ৭৭

প্রভাবতী দেবীর গোয়েন্দা কৃষ্ণা: সময়ের নির্মাণ
বাপী দাস ৯১

গুণময় মান্নার 'লখীন্দর দিগার': কৃষিজীবনের জীবন্ত দলিল
তনুময় মণ্ডল ১০১

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত কিশোর উপন্যাস: চোরেদের প্রতিবেদনে
এক অন্যমাত্রিক জীবন অনুসন্ধান
নমিতা হালদার ১১২

বুদ্ধদেব গুহ-র কয়েকটি ছোটগল্পে লোকজ উপাদানের স্বরূপসন্ধান
পূজা সোনকার ১২০

স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর উপন্যাসে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপট ও নারীর ক্ষমতায়নের নানান চিত্র
ওমপ্রকাশ দাস ১২৯

কাজী নজরুল ইসলামের ছোটগল্পে প্রকৃতিচেতনার বিন্যাস: বিষয় ও আঙ্গিক
মোসাঃ ফারজানা আক্তার ১৩৬

পরিবেশ নারীবাদ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পোস্টমাস্টার' গল্পের পুনর্পাঠ
সাদিয়া আফরিন ১৪৭

কবির কলমে কথাসাহিত্য: বুদ্ধদেব বসু
সাজিত হোসেন দফাদার ১৫৭

আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প (নির্বাচিত): রচনাশৈলীর বিশিষ্টতা
ড. পিন্টু রায়চৌধুরী ১৬৬

সুবোধ ঘোষের অযান্ত্রিক: যন্ত্রের প্রতি মানবের অপত্য ভালোবাসা
ড. মাসুদ আলী দেওয়ান ১৭৫

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পে দেশভাগ ও মধ্যবিত্তের টানাপোড়েন
সরলা মাণ্ডি ১৮০

সন্তোষকুমার ঘোষ-এর 'দ্বিজ': উদ্বাস্তু সমস্যা ও মধ্যবিত্ত জীবন সংকট
ববিতা কুণ্ডু ১৮৯

আবদুল হাই শিকদারের 'মানব বিজয় কাব্য': বিষয় বৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ
মো. শাহাদত হোসেন ১৯৬

বাঙালি হিন্দুর পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনে শ্রীরামকৃষ্ণ: অনুসরণ এবং ব্যতিক্রম
পিয়ালী বসু ২০৬

সমকালীন সংবাদ-সাময়িকপত্রের ভাষ্যে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ
পারঙ্গমা সেন সাহা ২১৪

বাঙালি মুসলমানের মননে তুরস্ক: যুদ্ধ, ইতিহাস, আবেগ ও সাময়িক পত্রিকার ভূমিকা
হাসনারা খাতুন ২২৯

রবীন্দ্রনাথের বিদেশি সুরাশ্রয়ী গান: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সুরধারার সম্মিলন
অভি কোলে ২৩৭

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও পশ্চিমবঙ্গের সংবাদভাষ্য: *জঙ্গিপুর সংবাদ*-এর নিরিখে
একটি পর্যালোচনা
মহ. সাইয়াকুল সেখ ২৪৫

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সংগীতচিন্তা
ড. দেবশ্রী দাস ২৭২

সীমা ভাঙার আখ্যান: কল্পবিজ্ঞান ও আমাদের আধুনিকতা
বিশ্বজিৎ সরদার ২৮১

গণনাট্য পরবর্তী পর্বে শূদ্রকের 'অমিতাক্ষর'
অতনু রায় ২৯১

ব্রাত্য বসুর 'মীরজাফর': ইতিহাসের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়
সত্যম কর্মকার ৩০০

পরিবেশবাদী আন্দোলনের ইতিহাস: একটি বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের গল্প
সুশান্ত মণ্ডল ৩০৮

Queering the Canon: LGBTQIA+ Experiences, Exclusions, and the Reclamation of Space in Literature and Culture
Dr. Nitish Ghosh ৩১৮

The Ethics of Buddhist Philosophy and Its Applicability to Modern Society
Dr. Samiparna Rakshit ৩২৬

নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশে পরিবার: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ
নোটন সিং ৩৩২

Reservation Policy and Equality: A Social-Philosophical Inquiry
Mouma Jash ৩৩৯

অ্যারিস্টটলের অধিবিদ্যায় দ্বিবিধ ঐক্যের ধারণা: আকার ও উপাদান বিষয়ক একটি দার্শনিক পর্যালোচনা
সামাউন মণ্ডল ৩৪৬

বাংলার কারিগরি বিদ্যাচর্চা (১৮৫৬-১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ): একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
প্রণয় দে ৩৫৫

Rural Resuscitation in Gosaba: The Legacy of Paper Currency
Suman Das ৩৬৫

রবীন্দ্রনাথের বিদেশি সুরাশ্রয়ী গান: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সুরধারার সম্মিলন

অভি কোলে*

বাংলা সংগীতের ধারায় সবচেয়ে শক্তিমান কবি হিসেবে যদি একক কোনো ব্যক্তির কথা বলতে হয়, তবে নিঃসন্দেহে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ সৃষ্টিশীল হাতের ছোঁয়ায় বিশ্ব সংগীতের উপাদান সম্বলিত গানগুলো বাংলা গানের মূল ধারার গান হিসেবেই বিবেচিত। আমরা বাংলার লোকজ ঘরানার বাইরে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের গান ও বিশ্বসংগীতের নানান উপাদানকে উপজীব্য করে রচিত রবীন্দ্রনাথের কিছু গান নিয়ে আলোচনা করবো।

বিদেশি গান প্রসঙ্গে কবির অভিব্যক্তি প্রসঙ্গত স্মর্তব্য—

> "আজকালকার ছেলে-মেয়েগুলো বাংলা গান শোনে না। বিয়ে-থা, আচার-অনুষ্ঠান সবখানে কেবল হিন্দি গানের ছড়াছড়ি; এরা বাঙালি সন্তান হয়েও কেবল সারাদিন হিন্দি-ইংরেজি আর পপ গানের মতো বিদেশী গানের তালে ভেসে যাচ্ছে।"[১]

এমন সব অভিযোগ নিশ্চয়ই হরহামেশাই আমরা শুনে থাকি। কবি স্বয়ং উপলব্ধি করেছেন, এই প্রজন্মের তরুণদের মধ্যে বিদেশি, পাশ্চাত্য ধাঁচের গানের প্রতি যে মোহগ্রস্ততা আছে তা ঠিক বটে। পাশ্চাত্য গানের প্রতি আকর্ষণ কিংবা পাশ্চাত্যের সংগীতের অনুকরণ মানেই নিজের শিকড়কে ভুলে যাওয়া এমন ঢালাও অভিযোগের বিপরীতে মোক্ষম জবাব বোধহয় আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিদেশি গানের সুর ও রীতি অবলম্বনে রচিত অজস্র কালজয়ী সব গান।

রবীন্দ্রসংগীত রবীন্দ্রনাথের অপার সৃষ্টিশীল প্রতিভার এক অনুপম সম্ভার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বারো কি চোদ্দ বছর বয়সে প্রথম গান রচনা করেন, আর তাঁর জীবনের

* পিএইচ. ডি. গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া

শেষ গানটি ছিল তাঁর নিজের জীবনেরই শেষ জন্মদিন উপলক্ষ্যে লেখা 'হে নূতন, দেখা দিক' গানটি। রবীন্দ্রনাথ আয়ু পেয়েছিলেন প্রায় ৮১ বছর, আর হিসেব করে দেখা যায়, তাঁর জীবনের ৬৮ টি বছরই তিনি নিবিষ্ট ছিলেন সংগীত রচনায়। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা ২,২৩২ টি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা অধিকাংশ গানে নিজেই সুরারোপ করেছেন। তবে, এমন আরও অনেক গান আছে, যেগুলোর গীতিকার তিনি, তবে সুরকার তিনি নিজে নন। বলে রাখা ভালো, রবীন্দ্রনাথের রচিত গান মাত্রই রবীন্দ্রসংগীত নয়; রবীন্দ্রসংগীত হতে হলে সেই গানকে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সুরারোপিত হতে হবে। এছাড়া, রবীন্দ্রনাথের নতুন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সুরারোপিত এবং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত কিছু গানকেও রবীন্দ্রসংগীতের পর্যায়ভুক্ত করা যায়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বাংলা অঞ্চলের ও বাংলা গানের প্রচলিত নানান উপাদান নিয়ে অসংখ্য গান রচনা করেছেন কবিগুরু। বাউল গান, সারি গান, শ্যামাসংগীত প্রভৃতি নানান ঢঙে গান রচনা করে বাংলা গানের জগতকে করেছেন সমৃদ্ধ। এর পাশাপাশি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত গানের ভাব, বাণী ও সুর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলায় রচনা করেছেন অসামান্য সব গান। যদিও এই গানগুলোকে ঠিক 'বিদেশি গান' বলা যায় না; তথাপি এসব গানের ভাষা যেহেতু বাংলা নয়, কিংবা সুর যেহেতু বাংলা গানে প্রচলিত ছিল না, তাই 'বিদেশি সুর বা ভাব আশ্রয়ী গান' এই শিরোনামের আওতায় এইসব গান নিয়ে খানিকটা আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাবে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনের একেবারে প্রায় শুরু থেকেই তাঁর সংগীতজীবনেরও সূচনা। রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম গান কোনটি তা নিয়ে অবশ্য নানা মত আছে। এর মধ্যে একটি হল 'গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে' গানটি রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম গান। সেই হিসাবে বলতেই হয়, রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম গানটিই বিদেশি ভাষায় রচিত কোনো গানের ভাব ও সুরাশ্রিত। কেননা, এই গানটি শিখ ধর্মের প্রবক্তা গুরু নানক দেব রচিত 'গগন মে থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে' ভজনটির বেশ কিছু অংশের হুবহু অনুবাদ। এখন প্রশ্ন হল, পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী রবীন্দ্রনাথ গুরু নানকের ওই গানটি শুনলেন কোথা থেকে? ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ মাত্র ১১ বছর বয়সে পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে দেশ ভ্রমণে বের হন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আবার দেশ ভ্রমণের বাতিক ছিল। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ কলকাতা হয়ে প্রথমে শান্তিনিকেতনে আসেন। এরপর তিনি যান পাঞ্জাবের অমৃতসরে। সেখানে আছে শিখদের পবিত্র স্বর্ণমন্দির। এখানে কিছুকাল অতিবাহিত করেই রবীন্দ্রনাথ শিখদের উপাসনা পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করেন। তিনি শিখদের ভজনসংগীত দ্বারা প্রভাবিত হন। মনে করা হয়, এখান থেকেই তিনি হয়তো এই ভজনটি বাংলায় অনুবাদ করার প্রেরণা লাভ করেন।

মুম্বাই প্রদেশের কানাড়ি গান 'সখী বা বা' এর মতো করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'বড়ো আশা করে এসেছি গো, কাছে ডেকে লও' গানটি। কবিগুরুর 'কোথা আছ প্রভু'

গানে গুজরাটী সুর স্পষ্টরূপে শ্রুত হয়। মাদ্রাজি গান 'নিতু চরণমূল'-এর ধাঁচে লিখলেন 'বাসন্তী হে ভুবন মোহিনী', তামিল সুরে লিখলেন 'বাজে করুণ সুরে', দক্ষিণী গান 'বৃন্দাবন লোলা' অবলম্বনে 'নীলাঞ্জন ছায়া', মারাঠী গান 'নাদবিদ্যা পরব্রহ্মা' অনুসরণে 'বিশ্ববীণা রবে' ইত্যাদি। তিনি মাদ্রাজি সুরে লিখলেন 'এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ' গানটি। এছাড়াও মহীশূরের গানের ঢঙে লিখলেন বিখ্যাত প্রার্থনা সংগীত 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে'। তারানা সুরে 'দারাদিম দারাদিম' ও 'তোম তানা নানা' অনুসরণে কবির দুটি বিখ্যাত গান হল যথাক্রমে 'সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে' ও 'ওই পোহাইল তিমিররাতি'। 'রিমঝিম ঘন ঘন রে বরষে' গানটি রবীন্দ্রনাথের বহুল শ্রুত গানগুলোর একটি। এটি মূলত হিন্দি গান 'রিমিঝিমি রিমিঝিমি' গানটি ভেঙে রচিত। রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক 'বাল্মিকী প্রতিভা'য় গানটি বনদেবীর গান হিসেবে ব্যবহৃত। স্মরণীয় যে, গানটি আদতে 'বিবাহ উৎসব' নাটিকার একটি গান ছিল যা সখীদের সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিতব্য। নিঃসন্দেহে এই গানগুলো বাংলা গানের সম্ভারকে আরও ঋদ্ধ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের পরিবার বংশগতভাবেই আধুনিকমনা। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ শ্রী দ্বারকানাথ ঠাকুর পাশ্চাত্য সংগীতের তালিম নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বড়োভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসাতেও পাশ্চাত্য সংগীতের চর্চা হতো। সেই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলা থেকেই সংগীতের পাশ্চাত্য ধারার সাথে পরিচিত ছিলেন। পাশ্চাত্য ধারা অবলম্বন করে গান লেখার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি অন্যতম অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে। 'জীবনস্মৃতি'র 'বিলাতি সংগীত' পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখেছেন—

> "আমি যখনই য়ুরোপীয় সংগীতের রসভোগ করিয়াছি তখন বারম্বার মনের মধ্যে বলিয়াছি ইহা রোমান্টিক ইহা মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে। আমাদের সংগীতে কোথাও কোথাও সে চেষ্টা নাই যে তাহা নহে, কিন্তু সেই চেষ্টা প্রবল ও সফল হইতে পারে নাই।"[২]

কেবল পাশ্চাত্য সংগীত নয়; বরং পাশ্চাত্য যন্ত্রানুষঙ্গের সাথেও রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে পারিবারিকভাবেই। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ মূলত দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

> "পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নতুন নতুন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাহার অঙ্গুলি নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুর বর্ষণ হইতে থাকিত। ... তাহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম।"[৩]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেও পিয়ানো এবং বেহালা জাতীয় যন্ত্রের সুরে মোহগ্রস্থ ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাত্র ১৭ বছর বয়সে বিলেত যান ব্যারিস্টারি পড়তে। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত দেড় বছরের কাছাকাছি সময় তিনি ইংল্যান্ডে ছিলেন। পরে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত না করেই তিনি দেশে

ফিরে এসেছিলেন। এইসময় রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের সাহিত্যিকদের দ্বারা যে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এইসময় তিনি শেক্সপীয়র-সহ পাশ্চাত্যের সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন, যেগুলো পরবর্তীকালে তাঁর গান রচনায় ব্যাপক ভূমিকা রাখে। বিলেত থেকে ফেরত এসে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে বড়োদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মিকী প্রতিভা' নাটকটি রচনা করেন। এটি মূলত একটি 'Musical Drama' বা 'গীতিনাট্য'। এখানে কবিগুরু নাটকের চেয়েও সংগীতকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং লোকজ ধাঁচের গানের পাশাপাশি পাশ্চাত্য ধারার ঢঙে তিনটি গান সংযোজন করেছেন। এই নাটকটি নিয়ে মূলত রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিশ্রণ নিয়ে একটি এক্সপেরিমেন্ট করতে চেয়েছেন। বলাবাহুল্য, এই এক্সপেরিমেন্টে তিনি সফল হয়েছিলেন। 'বাল্মিকী প্রতিভা' বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতিনাট্য। 'বাল্মিকী প্রতিভা' নাটকের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ আরও একটি গীতিনাট্য রচনা করেছেন 'কালমৃগয়া'। এই নাটকে তিনি প্রথম সংস্করণে ছ'টি বিদেশি ভাব ও সুরে গান রচনা করলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর তিনি বিশ্বের কাছে সমাদৃত হয়ে ওঠেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমন্ত্রণ আসে। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানান দেশ ভ্রমণ করেন আর সংগ্রহ করেন বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির অসামান্য সম্ভার। রবীন্দ্রসংগীত সম্ভারের একটি বিশাল অংশে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য বিশেষত স্কটিশ, আইরিশ ও ইংরেজি গান অনুসরণপূর্বক বিভিন্ন গান রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে' যেটি আদতে কোন বিদেশি সুরাশ্রয়ী গান নয়, তবে গানটির সাথে জড়িয়ে আছেন কোনো এক বিদেশিনী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে যত নারী এসেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। তিনি একজন আর্জেন্টাইন কবি, নারীবাদী কর্মী। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর তাঁর 'গীতাঞ্জলি'র ফরাসী অনুবাদ পড়ে রবীন্দ্র ভক্ত হয়ে যান ওকাম্পো। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ পেরু ও মেক্সিকো ভ্রমণ করেছিলেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে রবীন্দ্রনাথ আর্জেন্টিনার বুয়েনস আইরেসে অবস্থান করেন। কবির এ অবস্থার খবর শুনে তাঁকে একনজর দেখতে ছুটে আসেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতার কথা জানতে পেরে তিনি তাঁকে তাঁর বাড়িতে থাকার আমন্ত্রণ জানান। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভিক্টোরিয়ার আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। প্রথম দর্শনেই শিহরিত হন উভয়ে। যে ক'দিন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর বাড়িতে, সেবা-শুশ্রুষা আর আতিথেয়তার কোনো কমতি দেখেননি। ভিক্টোরিয়া নামটিকে বাংলায় অনুবাদ করে রবীন্দ্রনাথ ডাকেন 'বিজয়া' নামে। এইসময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর আপ্যায়নে প্রসন্ন হয়ে তাঁকে 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে' গানটির অনুবাদ উপহার দেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে কোনো এক বিদেশিনীর অপেক্ষায় প্রহর গুণে গানটি লিখেছিলেন শিলাইদহে বসে অনেক আগেই ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে। আর ১৯২৪

খ্রিস্টাব্দে ভিক্টোরিয়ার হাতে এই গানের অনুবাদ তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়েই মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বুঝি তাঁর সেই 'বিদেশিনী'কে খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর 'বিজয়া' ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর মাঝে।

আমরা পূর্বেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথমভাগে যখন ইউরোপ পড়তে গেলেন, তখন থেকেই পাশ্চাত্য সংগীতের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হলেন। স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত কবি রবার্ট বার্নস রচিত বিখ্যাত গান 'Auld Lang Syne' রবীন্দ্রনাথের মানসপটে দাগ কাটল দারুণভাবে। এই গানটি এতটা জনপ্রিয় যে, কেবল স্কটিশ ভাষীরা নন, বরং ইংরেজি-ভাষী দেশগুলোর নাগরিকরা মৃত্যুতে কিংবা সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কিংবা যেকোনো বিদায়ে গানটি গেয়ে থাকেন। নস্টালজিয়ার স্মৃতি বিজড়িত এই গান বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিতও হয়েছে। গানটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নাম দিয়েছেন 'পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়'। রচনাকাল ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ। তাঁর এই অনুবাদ গান এতটাই প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে যে, একে কোনোভাবেই অমৌলিক গান রূপে আলাদা করা যায় না। এই গানে বাঙালির প্রাণের আত্মিক অনুভূতিই অকৃত্রিমভাবে অনুরণিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে' এই বিখ্যাত গানটিও স্কটিশ কবি বার্নসের রচিত 'Ye Banks and Braes'-এই সুরের আদলে নির্মিত হয়েছে। উল্লেখ্য, মূল গানটি কবি বার্নস তিনটি সংস্করণে রচনা করেছিলেন এবং তিনটি সংস্করণই ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'বিলাতি ভাঙা' রাগে এই গানটি রচনা করেছেন ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে। মূল স্কটিশ গানে কবি বার্নস নস্টালজিয়া ও প্রেমের আবেগ-অনুভূতি ব্যক্ত করলেও রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে প্রাকৃতিক নিসর্গের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে ভালোবাসার গাথা বর্ণিত হয়েছে। 'The Caledonian Hunt's delight'—এই সুরে সুরারোপিত গানটির সুর হুবহু বাংলা সংস্করণে বজায় রেখেছেন কবিগুরু।

'কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া' এই গানটি রচিত হয়েছে বিখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার বেন জনসনের 'Song : to Celia' কবিতা অবলম্বনে রচিত 'Drink to me only with thine eyes' গানটির সুর ও ভাব অবলম্বনে। মূল গানটি ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে রচনা করা হয়। মূল গানটির প্রথম কিছু চরণ এইরকম—

"Drink to me only with thine eyes,
And I will pledge with mine;
Or leave a kiss but in the cup,
And I'll not look for wine."

মূল এই গানটি অপরাপর ইউরোপীয় কবি-সাহিত্যিকরাও তাঁদের বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে ব্যবহার করেছেন। গানটি গেয়েছেন বিশ্বের নানা প্রান্তের খ্যাতিমান শিল্পী ও ব্যাণ্ডদল। গানটির মাঝে প্রিয়তমের প্রতি নিজেকে সঁপে দেওয়ার যে তীব্র বাসনা ও গভীর ভাবাবেগ, তা বাংলাতেও রবীন্দ্রনাথের গানে রক্ষিত হয়েছে অপূর্ব ব্যঞ্জনায়।

বিখ্যাত আইরিশ কবি থমাস ম্যুরের 'Go where glory waits thee' (1807) অনুকরণে রচিত হয়েছে বিখ্যাত গান 'আহা আজি এ বসন্তে'। প্রতিবছর যখন বসন্ত আসে, তখন চির-রোমান্টিক বাঙালির মনের অজান্তেই গীত হয়ে ওঠে এই গানটি। বাংলায় 'আহা আজি এ বসন্তে' গানটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে। এটি রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' নাটকে সপ্তম দৃশ্যে পরিবেশিত হয়েছে। মূল গানটি 'Maid of the vally'-এর ভিত্তিতে সুরারোপিত। এই সুরে 'আহা আজি এ বসন্তে'র পাশাপাশি একই সুরে রবীন্দ্রনাথের 'ওহে দয়াময়' গানটিও রচিত হয়েছে। 'কালমৃগয়া' নাটকে 'মানা না মানিলে' গানেও এই সুর অনুকৃত হয়েছে বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মিকী প্রতিভা' নাটকে ব্যবহৃত 'এনেছি মোরা এনেছি মোরা' এই গানটি পাশ্চাত্য সংগীতকে ভেঙে রচিত হয়েছে বলে বিদগ্ধজনরা বলে থাকেন। গানটির রচনাকাল ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ। সেক্ষেত্রে গানটি যে বহুল শ্রুত ও তুমুল জনপ্রিয় 'For He's a jolly Good Fellow'-এর অনুকরণে এমন ভাবাটা কিছু অমূলক নয়। ইংরেজি এই গানটি বিয়ে, জন্মদিন বা অন্য যে কোনো আয়োজনে প্রিয়জনকে অভিনন্দন জানাতে গাওয়া হয়ে থাকে। ইংরেজি গানটির একটি ব্রিটিশ সংস্করণ এবং একটি আমেরিকান সংস্করণও আছে। মূল ইংরেজি গানটি একটি ফরাসী গান থেকে জনপ্রিয়তা লাভ করে ইংরেজি ভাষাতেও জায়গা করে নিয়েছে। শোনা যায়, ফ্রান্সের রাণী মারি এন্তোনে একদা তার এক দাসীকে এই গানটি গেয়ে শোনাতে বলেন। তখন এই গানটি রাণীর খুব ভালো লেগে যায় এবং তার মাধ্যমেই গানটি জনসমাজে পরিচিত পায় ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতকে রচিত এই গানটি রবীন্দ্রনাথের আমলে যেমন জনপ্রিয় ছিল, আজ পর্যন্ত তেমনই জনপ্রিয় আছে। ইংল্যাণ্ডের শীর্ষ তিন জনপ্রিয় গানের দুটির সুরে রচিত বাংলা সংস্করণও আমরা পেলাম রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। ব্যাপারটা আসলে খুব আনন্দের।

'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে'—অসম্ভব জনপ্রিয় এই গানটির বাণী বা সুরের সাথে পাশ্চাত্যের সরাসরি যোগসূত্র না থাকলেও কিছুটা জড়িত। রবীন্দ্রনাথ এই গানটি ৩রা জুন ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন। এইসময় তিনি লোহিত সাগর হয়ে ইউরোপ যাচ্ছিলেন। সমুদ্র ও আকাশের মিলিত অপরূপ শোভায় মুগ্ধ হয়ে কবি গানটি রচনা করেছিলেন। এটি ছিল সেই যাত্রা, যে যাত্রায় করে তিনি তাঁর 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদের পাণ্ডুলিপি ইউরোপীয় বিদগ্ধ সাহিত্যিকদের কাছে উপস্থাপন করেন, যেখান থেকেই তিনি নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন এবং পরের বছর ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে এশিয়ার প্রথম ব্যক্তি হিসাবে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।

'কালমৃগয়া' নাটকের প্রথম দৃশ্যে লীলার কণ্ঠে গীত হয় 'ও দেখবি রে ভাই আয় রে ছুটে' এই গানটি। গানটি কবিগুরু রচনা করেছেন মূল আইরিশ গান 'The Vicar of Bray' অবলম্বনে। মূল এই গানটি একটি ব্যঙ্গাত্মক গান। গানটি সপ্তদশ শতক থেকে ইংলন্ডে প্রচলিত। বাংলা গানে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কেবল সুরটিই গ্রহণ করেছেন, অনূদিত গানের ভাব ও বাণী মূল গানের অনুগামী নয়।

'কালী কালী বলো রে আজ' এই গানটি ব্রিটিশ গান 'Nancy Lee' গানের ছায়া অবলম্বনে রচিত হয়েছে। ফ্রেডেরিশ ওয়েদার্লির লেখা ও স্টিফেন অ্যাডামসের সুরারোপিত এই গানটি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গীতিনাট্য 'বাল্মিকী প্রতিভা'-তে তিনি ব্যবহার করেছিলেন।

আবার 'কালমৃগয়া' নাটকের ষষ্ঠ দৃশ্যে 'সকলি ফুরালো স্বপনপ্রায়' গানটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই গানটি লেডি ক্যারোলিন কেপেল রচিত আইরিশ গান 'Robin Adair' অবলম্বনে রচিত হয়েছে। গানটি কবি ক্যারোল ডালির বিখ্যাত 'Eileen Aroon' গানের সুর অবলম্বনে রচিত। মূল গানটি জেন অস্টেনের উপন্যাস 'Emma'-তে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও, নানা জায়গায় এই গানটি গীত হয়েছে। লেডি কেপেল গানটি তাঁর স্বামী রবিন এডেইরকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন। রবিন ছিলেন নীচু বংশের। পারিবারিক বিরোধিতা সত্ত্বেও লেডি কেপেল রবিনকে বিয়ে করেন। স্বামীকে নিয়ে এই গানটি তিনি রচনা করেন ১৭৫০-এর দশকে। বিখ্যাত এই গানটিকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথও লিখে ফেললেন এই গভীর বিষাদ জাগানিয়া গান 'সকলি ফুরালো স্বপনপ্রায়'।

'তবে আয় সবে আয়' এই গানটি বিখ্যাত ইংরেজ কবি জন পীলে রচিত 'The English Hunting Song' অবলম্বনে রচিত। 'তবে আয় সবে আয়' গানটি 'কালমৃগয়া' নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলায় এই গানটির রচনাকাল ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ। দল বেঁধে শিকারে যাওয়াকালীন এই গানটি সমস্বরে গীত হয়ে থাকে। বাংলাতেও এই ভাবটিই কবি ধারণ করেছেন, সেখানেও ঢাল-তলোয়ার প্রভৃতি অনুষঙ্গের কথা বলা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের আরেকটি অনবদ্য সৃষ্টি 'ও ভাই দেখে যা' গানটি। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে রচিত এই গানটি 'কালমৃগয়া' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। গানটির সুর সংগ্রহ করা হয়েছে বিখ্যাত 'The British Grenadiers' শিরোনামের গানটি হতে। এই গানটি ব্রিটিশ ও কানাডার সেনাবাহিনীর রণসংগীত হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। গানটির প্রকৃত রচয়িতা কে তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। গানটি সপ্তদশ শতকে এলিজাবেথান পিরিয়ডে রচিত হয়েছে বলে গবেষকদের ধারণা।

রবীন্দ্রনাথের আরো বেশ কিছু বিখ্যাত বিদেশি সুর বা ভাবাশ্রয়ী গানের মধ্যে আছে 'তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা', 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু', 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়' ইত্যাদি। বস্তুতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীতের মধ্যেকার ব্যবধান ঘুঁচিয়ে একের ঐশ্বর্য দ্বারা অন্যটিকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি চেয়েছেন উভয় সংগীতের এই ধারা পরস্পর 'মিলিবে ও মিলাবে'। সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গনে গীতিনাট্য, উপন্যাসের আধুনিক স্বরূপ কিংবা বাংলা ছোটগল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সাহিত্যের উপাদান গ্রহণ করে নতুন ধারার সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা গানেও এই সংমিশ্রণের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ইতিবাচকভাবে উদ্‌গ্রীব। তাঁর মতে—

> "এশিয়ার প্রায় সকল দেশেই আজ পাশ্চাত্য ভাবের সঙ্গে প্রাচ্য ভাবের মিশ্রণ চলেছে। এই মিশ্রণে নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা। ... আমাদের সাহিত্যে এটা ঘটেছে, সংগীতেও কেন ঘটবে না বুঝি না।"[৪]

তাল-লয়-সুরের ভারে নীত বাংলা গানকে ভেঙে সহজ, সুন্দর ও সাবলীল সব গান রচনা করে রবীন্দ্রনাথ এই বাংলা গানকে সাধারণের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। সুরের দুস্তর পারাবারকে এড়িয়ে বাংলা গানকে 'বাণীপ্রধান' করে আমাদেরকে অভিনব সব গান উপহার দিয়ে গেছেন। তাই তো সুখে-শোকে, প্রাতে-রাতে, জীবনের সব উপলক্ষ্যে—কখনো হালকা মেজাজের, কখনো বা গভীর দার্শনিক জীবনবোধ সম্পন্ন অনবদ্য সব গান রচনা করে চির-ভাস্বর হয়ে আছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—এখানেই তাঁর অনন্যতা।

তথ্যসূত্র:

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান (তৃতীয় খণ্ড)*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পৃ. ১৭৮

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯* (১২৫তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ), কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৯৬, পৃ. ৪৮২

৩. তদেব, পৃ. ৪৫৮

৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য—প্রবেশক (তৃতীয় খণ্ড)*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৯, পৃ. ২৪৩

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য—প্রবেশক (প্রথম খণ্ড)*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৪০

২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য—প্রবেশক (দ্বিতীয় খণ্ড)*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪৩

৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য—প্রবেশক (তৃতীয় খণ্ড)*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৯

৪. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী (চতুর্থ খণ্ড)*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭

৫. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী (ষষ্ঠ খণ্ড)*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, অষ্টম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪২৯

৬. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী (সপ্তম খণ্ড)*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪২৯